যুগান্তর

তারিখ ০৬ OCT 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

সহিংসতা হয় বিচার হয় না

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাস যেন সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য : ২৭ মাসে ৩৪টি সহিংস ঘটনা

মাহবুব রহমান, *রংপুর ব্যুরো*

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক সহিংসতা, সংঘর্ষ, চাঁদাবাজি ও ভাঙচুরের ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক দলের পরিচয়ে চিহ্নিত কতিপয় কর্মচারী, ছাত্র নেতা ও বহিরাগত চাকরি প্রত্যাশীরা এসব ঘটনা ঘটিয়ে চলছে। কর্তৃপক্ষ বিষয়গুলো নজরে না এনে বরং ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যেন ক্রমাগত সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত হচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিচারহীনতাই এসব সহিংস ঘটনার জন্য দায়ী। বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. একেএম নূর-উন-নবী দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ২০১৩ সালের ৫ মে। এর আগে নানা সহিংস ঘটনার কারণে এবং সাবেক ভিসির দুর্নীতির প্রতবাদে ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের জন্য প্রায় ৭ মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বর্তমান ভিসি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৭ মাসে ক্যাম্পাসে ৩৫টিরও অধিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। হাতেগোনা কয়েকটির বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তদন্ত রিপোর্ট আজও আলোর মুখ দেখেনি।

জানা গেছে, ২০১৩ সালের ১৩ মে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল-ছাত্রলীগে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। একই বছরের ১৫ মে নিজ কার্যালয়ে বহিরাগত একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলার শিকার হন রেজিস্ট্রার নিজেই। ৫ জুন ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইন্সটিটিউটের রিসার্চ অফিসার রুকনুজ্জামানের রুম হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে ছাত্রলীগ। ১১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লানিং অফিসার এসএম আবদুর রহিমকে মারধর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের সহকারী স্টোর কিপার। ১৫ জুলাই অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও তার ভাইসহ বহিরাগত সন্ত্রাসীর হামলায় নিরাপত্তা প্রহরী শাহিন বেগ আহত হন। ২৪ জুলাই দেয়ালে বোর্ড ঝুলানোকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং এবং অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হামলা, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এভাবে বেশ কয়েকটি সহিংস ঘটনা ঘটলেও কোনো বিচার হয়নি।

২০১৪ সালের ৩০ জানুয়ারি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ছাত্রদল-ছাত্রলীগে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত হয় ১২ জন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের হল চালুর দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে হামলা করে ছাত্রলীগ। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি হলেও রিপোর্ট প্রকাশ পায়নি। ১৯ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ নিয়ে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখার হামলা চালিয়ে কাগজপত্র লুট করা হয়। ২ মার্চ বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ওপর ছাত্রলীগের হামলায় ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে ভিসির উপস্থিতিতে মঞ্চে হামলা ও শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৯ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে ভিসিবিরোধী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর হামলা ও মারধর করে ছাত্রলীগ। ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ভিসির পদত্যাগ দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচি চলাকালে বহিরাগতদের হামলায় শিক্ষকসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়। ৩ মার্চ ভিসিবিরোধী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর আবারও হমলার ঘটনা ঘটে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ৩০ এপ্রিল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরে ঢুকে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফিরোজুল ইসলামকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগের এক নেতা। ৫ মে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় একে অপরকে দায়ী করে বিচার চাইলেও কর্তৃপক্ষ ছিল নীরব। ৩ জুলাই নিরাপত্তা প্রহরী নুরুজ্জামান রুবেল ভিসির বাসায় ভিসির ওপর চড়াও হলে অ্যাকাউন্টিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বাধা দেন। এ ঘটনারই জের ধরে ওই সহকারী প্রক্টরকে লাঞ্ছিত করে ওই নিরাপত্তা প্রহরী। এ ঘটনারও কোনো বিচার হয়নি। ১২ আগস্ট ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রশাসনিক ভবনে ঢুকে নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলমকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং চাঁদার দাবিতে প্রকৌশল অফিস বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এভাবে নানা সহিংস ঘটনায় কর্তৃপক্ষের নীরব ভূমিকায় ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বেরোবির প্রক্টর সহকারী অধ্যাপক শাহিনুর রহমান জানান, ইতিপূর্বে যেসব সহিংস ঘটনা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না হয় সে ব্যাপারে সোমবার সভা করেছেন। নিরাপত্তা জোরদারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ভিসি প্রফেসর একেএম নুরুউন-নবী জানান, যেসব সহিংস ঘটনা ঘটেছে সেগুলোয় বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিছু কিছু বিষয়ে তদন্ত চলছে।